গীবতের ধ্বংসলীলা ৫ম অংশ

ক্ষমা করে দিন
সাওয়াজ অর্জন করুন

(Bangla)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন إِنْ شَآءَ الله যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে **আল্লাহ**! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকারগ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১ খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এর বিষয়বস্তু **"গীবতের ধ্বংসলীলা"** এর ১০৮-১২৫ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

ক্ষমা করে দিন সাওয়াব অর্জন করুন

হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি **"ক্ষমা করে দিন সাওয়াব অর্জন করুন"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তার ছোট বড় সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার নিকটবর্তী সেই হবে, যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরূদ পাঠ করবে। **(তিরমিযী, ২/২৭, হাদীস ৪৮৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আসল নিঃস্ব

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জিজ্ঞাসা করলেন: তোমারা কি জানো, নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: আমাদের মধ্যে নিঃস্ব (অর্থাৎ গরীব ও অসহায়) হলো সে, যার নিকট অর্থ নাই এই সম্পদ নাই। তখন ইরশাদ করলেন: আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব হলো সেই, যে কিয়ামতের

www.dawateislami.net

দিন নামায, রোযা এবং যাকাত নিয়ে আসবে কিন্তু সে অমুককে গালি দিয়েছিলো, অমুকের প্রতি অপবাদ লাগিয়েছিলো, অমুকের সম্পদ গ্রাস করেছিলো, অমুকের রক্ত ঝরিয়েছিলো এবং অমুককে মেরেছিলো। অতএব তার নেকী সমূহ থেকে তাদের সবাইকে তাদের অংশ দিয়ে দেয়া হবে। যদি তার দায়িত্বে হকদারের হক পূরন হওয়ার পূর্বে নেকী শেষ হয়ে যায় তবে মানুষের গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে।

(সহীহ মুসলিম, ১৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৫৮১)

আহ! কিয়ামতের দিন কি হবে!!

হে আশিকানে রাসূল! ভীত হয়ে যান! কেঁপে উঠুন! আসলেই নিঃস্ব হলো সেই, যে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ও সদকা, দানশীলতা, কল্যাণমুলক কাজ এবং বড় বড় নেকী করার পরও কিয়ামতের দিন শূন্য হস্ত হয়ে যাবে! কখনো গালি দিয়ে, কখনো অপবাদ লাগিয়ে, শরীয়তের বিনা অনুমতিতে ধমক দিয়ে, অসম্মান করে, অপদস্ত করে, মারামারি করে, ধার নিয়ে জিনিস ইচ্ছাকৃত ফেরত না দিয়ে, ঋণ আত্মসাত করে এবং মনে কষ্ট দিয়ে যাদেরকে দুনিয়ায় অসন্তুষ্ট করেছিলো, তারা তার সমস্ত নেকী নিয়ে যাবে এবং নেকী শেষ হওয়া অবস্থায় তাদের গুনাহের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে। সুতরাং যদি কারো **গীবত** করলো এবং সে জেনে গেলো বা কারো অধিকার ক্ষুন্ন করলো তবে তাওবা করার পাশাপাশি দুনিয়াতেই যার অধিকার ক্ষুন্ন করেছে তার

www.dawateislami.net

নিকট বিনা দ্বিধায় ক্ষমা চেয়ে নেয়াতেই নিরাপত্তা নিহিত। আমার আক্বা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ফতোয়ায়ে রযবীয়া** ২৪তম খন্ডের ৪৬৩ পৃষ্ঠায় বলেন: এখানে (দুনিয়ায়) ক্ষমা চেয়ে নেয়া সহজ, কিয়ামতের দিন এর আশা করা দূরহ, কেননা সেখানে প্রত্যেকেই নিজেই নিজের অবস্থা নিয়ে শঙ্কিত থাকবে, নেকীর আকাঙ্ক্ষী (এবং) গুনাহের প্রতি বিরক্ত থাকবে। অন্যের নেকী নিজের নিকট আসা এবং নিজের গুনাহ তার (অর্থাৎ অপরের) নিকট চলে যাওয়া কিভাবে মন্দ মনে হবে! এমনকি হাদীসে পাকে এসেছে যে, সন্তানের উপর পিতামাতার কিছু দেনা (অধিকার পাওনা) থাকলে, তাকে কিয়ামতের দিন পেঠানো হবে যে, আমাদের দেনা (অধিকার) দাও! সে বলবে: আমি তোমাদের সন্তান, অর্থাৎ যেনো দয়া করে, তারা (অর্থাৎ পিতামাতা) আশা করবে, আহ! যদি আরো বেশি (অধিকার) পাওনা থাকতো (যাতে সন্তান থেকে নেকী নিয়ে বা নিজের গুনাহের বোঝা তার মাথা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারতাম)। তাবারানীতে রয়েছে: ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে শুনেছি যে, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করছেন: পিতামাতার প্রতি সন্তানের দেনা থাকবে, কিয়ামতের দিন পিতামাতা সন্তানের উপর ঝাপিয়ে পরবে তখন সন্তান বলবে: আমি তোমাদের সন্তান তখন পিতামাতাকে হক আদায় করে দেয়া হবে এবং তারা আকাঙ্ক্ষা করবে আহ! আমাদের হক যদি আরো হতো। **(আল মু'জামুল কবীর লিত তাবারানী,**

www.dawateislami.net

১০/২১৯, হাদীস ১০৫২৬) যখন পিতামাতার এই অবস্থা হবে তখন অন্যান্যদের থেকে অহেতুক আশা করা, তবে হ্যাঁ, **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা** যদি দয়া করতে চান তবে এরূপ করবেন যে, হকদারকে জান্নাতের আলিশান প্রাসাদ দান করে হক ক্ষমা করার প্রতি রাজি করবেন। এক দয়ার কারিশমায় উভয়ের কল্যাণ হবে! এর নেকী সমূহ তাকে দেয়াও হলো না, তার গুনাহ সমূহও এর মাথায় বোঝা হলো না, তার হকও নষ্ট হলো না, বরং হক থেকেও হাজারো গুণ বেশি ফযীলত পেলো, **আল্লাহ পাকে**র বান্দাকে দান করাও অনন্য যে, অত্যাচারী মুক্তি পাচ্ছে এবং অত্যাচারিত সন্তুষ্ট হয়ে যাচ্ছে, فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى (ব্যস **আল্লাহ পাকে**র জন্যই এরূপ হামদ ও সানা, যা অনেক বেশি, পবিত্র এবং বরকতময়, যেমনটি আমাদের **রবে**র পছন্দ ও সন্তুষ্টি)।

ইয়া ইলাহী! জব পড়ে মাহশর মে শোরে দারো গীর[১]
আমান দেনে ওয়ালে পেয়ারে পেশওয়া কা সাথ হো

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৩২ পৃষ্ঠা)

আমি আমার সম্মান মানুষের মাঝে সদকা করলাম

হে আশিকানে রাসূল! "গীবত" একটি এমন আপদ যে, এর থেকে অনেক কম মুসলমানই নিরাপদ রয়েছে, আমাদের **গীবত** ও অন্যান্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার এবং অপরকে বাঁচানোর পরিপূর্ণ চেষ্টা করা উচিৎ। **গীবতে**র একটি কারণ হলো ব্যক্তিগত শত্রুতা ও বিদ্বেষ

১. শোরে দারো গীর অর্থাৎ ধরপাকড়ের শোরগোল।

www.dawateislami.net

এবং ঘৃণা, যার প্রতিকার হলো **মার্জনা** অর্থৎ ক্ষমা করে দেয়া, এটাকে এভাবে বুঝার চেষ্টা করুন যে, আপনার সম্মান বা প্রাণ অথবা সম্পদ কেউ ক্ষতি করলো, যার কারণে তার প্রতি ঘৃণা আপনার অন্তরে বসে গেছে এবং আপনি সর্ব জায়গায় সর্বদা তার **গীবত** করতে রয়েছেন, নিঃসন্দেহে এই আচরণে আপনি লাগাতার আখিরাতের ক্ষতির সম্মূখীন হচ্ছেন। তো নিরাপত্তা এতেই যে, অসন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করার অভ্যাস করা, যাতে দ্বন্ধ এবং অনৈক্য সৃষ্টি হতে না পারে। سُبْحٰنَ الله বরং অনেক বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن থেকে তো এমনও প্রমাণ রয়েছে যে, তারা অগ্রীমই নিজের হক ক্ষমা করে দিতেন। সুতরাং এর উৎসাহ দিতে গিয়ে **আল্লাহ পাকের শেষ রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিকহারে ইরশাদ করতেন: তোমাদের মধ্যে কি কেউ এই বিষয়ে সক্ষম যে, সে **আবু দমদম** এর ন্যায় হবে। তাঁরা আরয করলো: **আবু দমদম** কে? ইরশাদ করলেন: পূর্বেকার লোকেদের (পূর্ববর্তী উম্মতের) মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলো, সে সকাল বেলা এভাবে বলতো: হে **আল্লাহ পাক**! আমি আজকের দিনে আমার সম্মানকে ঐ ব্যক্তির প্রতি সদকা করে দিলাম, যে আমাকে অত্যাচার করবে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৬/২৬১, হাদীস ৮০৮২)

অগ্রীম ক্ষমা প্রদর্শনকারীর ক্ষমা হয়ে গেলো

এক মুসলমান **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলো: হে **আল্লাহ পাক**! আমার নিকট সম্পদ নেই যে, আমি সদকা করবো তবে যে ব্যক্তি আমার সম্মান ক্ষুন্ন করবে তবে তা আমার পক্ষ থেকে তার

www.dawateislami.net

প্রতি সদকা স্বরূপ। **আল্লাহ পাক নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট অহী পাঠালেন যে, আমি ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিলাম।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/২১৯)

অত্যাচারিতদের ইমামের নিজের সম্মান সম্পর্কে দানশীলতা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যয়নুল আবেদীন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন নিজের ঘর থেকে বের হতেন তখন বলতেন: হে **আল্লাহ পাক**! আমি আজকে সদকা করবো আর তা হলো যে, আজ যে আমার **গীবত** করবে তাকে আমি আমার সম্মান দিয়ে দিলাম।

(হায়াতুল হাইওয়ানিল কুবরা, ১/২০২)

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! শাহাজাদায়ে আলী ওয়াকার সায়্যিদুনা ইমাম যয়নুল আবেদীন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উক্তির অর্থ এটাই যে, আজকের দিনে আমার **গীবত**কারী থেকে দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিশোধ নিবো না। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, **গীবত** করা জায়িয হয়ে গেলো। **গীবত** রীতিমতো গুনাহই থাকবে এবং এর জন্য তাওবাও ওয়াজিব হবে। তাছাড়া কেউ এরূপ মনে করবে না যে, যেই ব্যক্তি ঘৃণা ও শত্রুতা এবং ক্ষোভ ও বিদ্বেষ থেকে বাঁচার জন্য অগ্রীম হক ক্ষমা করে দিয়েছে বলে তার হক ক্ষুন্ন করা জায়িয হয়ে গেলো! মনে রাখবেন! অগ্রীম ক্ষমা করা নিঃসন্দেহে একটি পছন্দনীয় কাজ কিন্তু এরপরও যে নিজের হক অগ্রীম ক্ষমা করে দিলো তার হক ক্ষুন্ন হওয়াতে চাওয়ার অধিকার অবশিষ্ট থাকে। হ্যাঁ, যে হক পূর্বে ক্ষুন্ন করে ফেরেছে তা ক্ষমা করে দিলে হক্কুল ইবাদ (অর্থাৎ বান্দার হক)

www.dawateislami.net

ক্ষমা হয়ে যাবে, তবে তবুও হক্কুল্লাহ (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** হক) তার দায়িত্বে রয়ে যাবে এবং এর জন্য তাওবা আবশ্যক হবে, তবে আমাদের উচিৎ যে ক্ষমা ও মার্জনাকে অবলম্বন করা এবং শুধু অগ্রীম ক্ষমার ক্ষমা করার মানসিকতা বানাবেন না বরং এখন পর্যন্ত যে সকল লোকেরা আমাদের হক ক্ষুন্ন করেছে তাকেও **আল্লাহ পাকের** জন্য ক্ষমা করে দিন। ক্ষমা করার ফযীলতের কথা কি আর বলবো, এপ্রসঙ্গে দু'টি বর্ণনা পর্যবেক্ষণ করুন।

(১) ক্ষমা করার মহান ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন ঘোষনা করা হবে; যাদের প্রতিদান **আল্লাহ পাকের** দয়াময় দায়িত্বে রয়েছে, তারা উঠো এবং জান্নাতে প্রবেশ করো। জিজ্ঞাসা করা হবে: কাদের জন্য এই প্রতিদান? সেই ঘোষক বলবে: **"ঐসকল লোকের জন্য, যারা ক্ষমা প্রদর্শনকারী।"** তখন হাজারো লোক দাঁড়িয়ে যাবে এবং বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

(মু'জামু আওসাত, ১/৫৪২, হাদীস ১৯৯৮)

(২) জান্নাত অর্জনের তিনটি উপায়

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তিনটি বিষয় যে ব্যক্তির মাঝে থাকবে, **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন তার হিসাব অনেক সহজভাবে নিবেন এবং তাকে (আপন দয়ায়) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সেই বিষয়গুলো কি?

www.dawateislami.net

ইরশাদ করলেন: (১) যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করো। (২) যে তোমায় বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান করো আর (৩) যে তোমার প্রতি অত্যাচার করে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। **(আল মু'জামুল আওসাত, ১/২৬৩, হাদীস ৯০৯)**

হযরত মাওলানা রুম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন:

تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی

(অর্থাৎ তুমি জুরতে এসেছো, তুমি ছিন্ন করতে আসোনি)

(মসনবী, ১/১৭৩)

মাদানী অসীয়ত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যতে আমার ঋণ গ্রহীতাদের পূর্ববর্তী ঋণ, মাল চুরি করা চোরদের, সকলকে **গীবতে**র, অপবাদের, অপমানের, আঘাত সহ সকল শারীরিক ও আর্থিক হক ক্ষমা করে দিলাম এবং ভবিষ্যতের জন্যও সকল হক অগ্রীম ক্ষমা করে দিলাম, সুতরাং আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার **"মাদানী অসীয়তনামা"** পুস্তিকার ৯ম পৃষ্ঠায় সম্মান ও সম্ভ্রম সম্পর্কে রয়েছে: আমাকে কেউ ভাল মন্দ বলে থাকলে কিংবা গালি বা আঘাত দিয়ে থাকলে অথবা আমার মনে যেকোন ভাবে কষ্ট দিয়ে থাকলে আমি **আল্লাহ পাকে**র জন্য তাকে অগ্রীম ক্ষমা করে দিলাম। আমাকে কষ্ট প্রদানকারী লোকদের থেকে কোনরূপ প্রতিশোধ নিবেন না। অবশ্য যদি কেউ আমাকে শহীদ করে দেয়, তবে আমার পক্ষ থেকে তাকে

আমার যাবতীয় প্রাপ্য ক্ষমা করে দিলাম। আমার ওয়ারিশদেরকেও আমি অনুরোধ করছি, তারা যেনো তাকে ক্ষমা করে দেয়। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াতের বদৌলতে যদি আমি হাশরের মাছে বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই, তবে اِنْ شَآءَ الله আমি আমার হত্যাকারী তথা আমাকে শাহাদতের অমীয় সূধা পান করানো ব্যক্তিও জান্নাতে নিয়ে যাবো, তবে শর্ত হলো; যদি সে ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করে থাকে। (যদি বাস্তবেই আমাকে শহীদ করে দেয়া হয়, তবে সে কারণে কোন ধরনের দাঙ্গা হাঙ্গামা, অবরোধ ও হরতাল ইত্যাদি করবেন না। হরতালের নামে জোর জবরদস্তি মুসলমানদের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়া, তাদের জান মালের ক্ষতি সাধন করা, দোকান পাঠ ও গাড়িতে পাথর নিক্ষেপ ও অগ্নিসংযোগ করা, যানবাহন ভাংচুর করা, দেশে অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করা, মানুষের অযথা হক নষ্ট করা ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপকে ইসলামের কোন মুফতীই বৈধ বলে ফতোয়া দিতে পারবেন না। এরূপ হরতাল সম্পূর্ণরূপে হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।)

প্রয়োজনিয় ব্যাখ্যা: মুসলমানকে হত্যা করাতে শরয়ীভাবে তিনটি হক রয়েছে: (১) হক্কুল্লাহ তথা **আল্লাহ**র হক (২) হক্কে মাকতুল তথা নিহতের হক (৩) হক্কে ওরাসা তথা নিহতের পরিবারের হক। নিহত ব্যক্তি যদি জীবিতাবস্থায় অগ্রীম ক্ষমা করে দিয়ে থাকে তবে তা শুধু তার পক্ষ থেকে ওয়াদা হবে, আসলে ক্ষমা হবে, হক্কুল্লাহ তথা **আল্লাহ**র হক থেকে মুক্তির জন্য সত্যিকার ভাবে তাওবা করবে, হক্কে

www.dawateislami.net

ওরাসা তথা নিহতের পরিবারের হকের সম্পর্ক শুধুমাত্র ওয়ারিশদের সাথে, তারা চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারবে আর চাইলে কিসাস তথা প্রতিশোধ নিতে পারবে। যদি দুনিয়া ক্ষমা বা প্রতিশোধের ব্যবস্থা না হয় তবে কিয়ামতের দিন ওয়ারশিগণ নিজেদের হক চাইতে পারবে।

সদকা পেয়ারে কি হায়া কা কেহ না লে মুঝ সে হিসাব
বখশ বে পুছে লেজায়ে কো লেজানা কিয়া হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৭১ পৃষ্ঠা)

আমি ইলইয়াস কাদেরীকে ক্ষমা করে দিলাম

সকল ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনের নিকট করজোড়ে আবেদন করছি যে, যদি আমি আপনাদের মধ্যে কারো **গীবত** করে থাকি, অপবাদ দিয়ে থাকি, ধমক দিয়ে থাকি, কোনভাবে মনে কষ্ট দিয়ে থাকি তবে আমাকে ক্ষমা ক্ষমা এবং ক্ষমা করে দিন। দুনিয়ার বড় বড় হক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হক যা অনুমান করা যায়, মনে করুন তাই আমি ক্ষুন্ন করেছি তা এবং নগন্য হকও যদি ক্ষুন্ন করে থাকি তাও ক্ষমা করে দিন এবং মহান সাওয়াবের অধিকারী হোন। করজোড়ে মাদানী অনুরোধ যে, কমপক্ষে একবার মন থেকে বলে দিন: **"আমি আল্লাহ পাকের জন্য মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবীকে ক্ষমা করে দিলাম।"**

ঋণ দাতাদের প্রতি মাদানী অনুরোধ

যারা আমার থেকে ঋণ পাবেন বা আমি কোন জিনিষ যদি না বলে নিয়ে থাকি এবং ফিরিয়ে না দিই তবে তারা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী শূরার যেকোন রুকনের সাথে যোগাযোগ করুন, যদি আদায়

www.dawateislami.net

করতে না চান তবে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমার ভিক্ষা দ্বারা ধন্য করে আখিরাতের সাওয়াবের অধিকারী হোন। যাদের থেকে আমি ঋণ পাবো তাদেরকে আমি আমার সকল ব্যক্তিগত ঋণ ক্ষমা করে দিলাম।

তু বে হিসাব বখশ কেহ হে বে হিসাব জুরম
দেয়তা হো ওয়াসেতা তুঝে শাহে হিজাজ কা (যওকে নাত, ১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বুকের ব্যথা দূর হয়ে গেলো

গীবত করা বা শুনার অভ্যাস দূর করতে, নামায এবং সুন্নাতের অভ্যাস গড়তে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন এবং সফল জীবন অতিবাহিত করতে এবং আখিরাতকে সজ্জিত করতে মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী আমল করে প্রতিদিন ফিকরে মদীনা মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ুন। আপনাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি। যমযম নগরের (হায়দারাবাদ, বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) একটি এলাকা "পক্কা কিল্লা" এর একজন ইসলামী ভাইকে হঠাৎ

www.dawateislami.net

বুকে ব্যথা শুরু হলো। যখন ঔষধে কাজ হলো না তখন সে বাবুল মদীনা করাচী এসে জিন্নাহ হাসপাতালে বুকের অপারেশন করালো। কিন্তু ব্যথা দূর হওয়ার পরিবর্তে আরো বেড়ে গেলো, ব্যথার অনেক ঔষধ ব্যবহার করলো, কিন্তু কোন উপকার হলো না। অবশেষে একজন ইসলামী ভাই ব্যক্তিগতভাবে বুঝানোর ফলে আশিকানে রাসূলের সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফরে চলে গেলো। মাদানী কাফেলায় কোন প্রকার ঔষধ ব্যবহার করলো না, কোনরূপ সতর্কতারও অবকাশ ছিলো না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে **আল্লাহ পাক** তার ব্যথা দূর করে দিলো।

দিল মে গর দরদ হো ডর সে রূহ যরদ হো
অপারেশন টলে অউর শেফায়ে মিলে

পাও গে ফরহতে কাফেলে মে চলো
করকে হিম্মত চলে, কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অন্তরের বাতেনী রোগ ধ্বংসের কারণ

হে আশিকানে রাসূল! দেখলেন তো আপনারা! মাদানী কাফেলারও কিরূপ বরকত! মাদানী কাফেলার বরকেত বুকের প্রকাশ্য ব্যথা দূর হয়ে গেলো, বাতেনী রোগীদের اِنْ شَآءَ الله অন্তরের বাতেনী রোগও মাদানী কাফেলার বরকতে দূর হয়ে যাবে। **আল্লাহ**র শপথ! প্রকাশ্য ব্যথার তুলনায় অন্তরের বাতেনী রোগ কোটি গুণ ভয়ঙ্কর। বরং উভয়ের মাঝে মিলের কোন উপায়ই নেই। অন্তরের প্রকাশ্য ব্যথা ধৈর্য ধারনকারীদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের উপলক্ষ্য হবে আর

www.dawateislami.net

অন্তরের বাতেনী রোগ দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংসের কারণ। বাতেনী রোগকে এই বর্ণনা দ্বারা বুঝার চেষ্টা করুন।

অন্তরের কালো দাগ

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"ফয়যানে সুন্নাত" ১ম** খন্ডের ৬৭০ পৃষ্ঠায় রয়েছে; হাদীসে পাকে এসেছে: যখন কোন মানুষ গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। দ্বিতীয়বার গুনাহ করলে ২য় বার কালো দাগ পড়ে, এমনিভাবে তার অন্তর (দাগে দাগে) কালো হয়ে যায়। তখন ভাল কথাও তার অন্তরে কোন প্রভাব বিস্তার করে না। **(তাফসীরে দুররে মনসুর, ৮/৪৪৬)**

উপদেশ প্রভাব বিস্তার না করার কারণ

এখন স্পষ্ট যে, যার অন্তর কালো হয়ে গেছে তার অন্তরে ভালো কথা, উপদেশ কোথায় প্রভাব ফেলবে! এ ধরনের মানুষের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। তার অন্তর নেকীর দিকে ঝুঁকেই না। যদিও সে নেকীর দিকে এসেও যায় তাহলে প্রায় তার অন্তর সে ময়লার কারণে নেকীর সাথে ভালভাবে লাগতে পারে না এবং সে সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার বাহানা বের করার চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। তার নফস তাকে দীর্ঘ আশার স্বপ্ন দেখায়, অলসতা তাকে ঘিরে রাখে আর সেই দুর্ভাগা সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে ছিটকে পড়ে।

www.dawateislami.net

মেরা হাশর মে হোগা কিয়া ইয়া ইলাহী
গুনাহো নে মেরি কমর থোড় ঢালি
গুনাহোঁ সে হার দম বাচা ইয়া ইলাহী
বানা দেয় মুঝে নেক নেকোঁ কা সদকা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد
تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জিহবার ভূল ব্যবহার কবরে ফাঁসিয়ে দিতে পারে

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের গোপন ব্যবস্থাপনা কার ব্যাপারে কেমন, তা কেউ জানে না, তিনি চাইলে সগীরা গুনাহের জন্য আটকে দিবেন আর চাইলে অসংখ্য গুনাহও ক্ষমা করে দিবেন এবং চাইলে কোন একটি ভাল কাজের জন্যরআপন রহমতের চাদরে নিয়ে নিবেন, সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার মরহুম প্রতিবেশিকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? সে বললো: আমি প্রচন্ড ভয়াবহতায় লিপ্ত ছিলাম, মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তরও আমি দিতে পারছিলাম না, আমি মনে মনে ধারনা করলাম যে, হয়তো আমার মৃত্যু ঈমানের উপর হয়নি! তখনই আওয়াজ এলো: “**দুনিয়ায় জিহবার অযথা ব্যবহারের কারণে তোমাকে এই শাস্তি দেয়া হচ্ছে।**” এবার আযাবের ফিরিশতারা আমার দিকে অগ্রসর হলো। এমন সময় এক ব্যক্তি যিনি সুন্দর সুদর্শন

ও সুবাশিত ছিলেন তিনি আমার এবং আযাবের মধ্যখানে প্রতিবন্ধক হয়ে গেলেন। তিনি আমাকে মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং আমি সেভাবেই উত্তর দিলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আযাব আমার থেকে দূর হয়ে গেলো। আমি সেই বুযুর্গকে আরয করলাম; **আল্লাহ পাক** আপনার প্রতি দয়া করুক, আপনি কে? বললো: **"তোমার অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার বরকতে আমি সৃষ্টি হয়েছি এবং আমাকে সকল বিপদে তোমাকে সাহায্য করার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে।"** (আল কওলুল বদী, ২৬০ পৃষ্ঠা)

আ'প কা নামে নামী এ্যয় সল্লে আলা
হার জাগা হার মুসিবত মে কাম আ'গেয়া

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

কবরে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেনইবা আসতে পারবে না!

سُبْحٰنَ الله অধিকহারে দরূদ শরীফের বরকতে সাহায্য করার জন্য কবরে যদি ফিরিশতা আসতে পারে, তবে সকল ফিরিশতাদেরও **আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেন আসতে পারবেন না! কেউ একেবারে সত্যিই বলেছেন

মে গোর আন্ধেরি মে ঘাবড়াওঙ্গা জব তানহা
ইমদাদ মেরী করনে আ'জানা মেরে আক্বা
রওশন মেরী তুরবত কো লিল্লাহ শাহা করনা
জব নাযআ কা ওয়াক্ত আ'য়ে দীদার আতা করনা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পুলসিরাতে আটকে দেয়া হবে

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মুসলমানের উদ্দেশ্যে কোন কথা বললো, এর দ্বারা উদ্দেশ্য যদি অপবাদ লাগানো হয়, তবে **আল্লাহ পাক** তাকে পুলসিরাতে আটকাবেন, যতক্ষণ সেই বিষয় থেকে বের হয়ে যাবে না, যা সে ব্যক্তি বলেছে। (সুনানে আবু দাউদ, ৩৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৮৮৩)

পুলসিরাত অতিক্রমকারীদের বিভিন্ন অবস্থা

হে আশিকানে রাসূল! দেখলেন তো আপনারা! কারো প্রতি অপবাদ লাগানো কত ভয়ঙ্কর বিষয়! তরবারির ধার থেকেও ধারালো তাছাড়া চুল থেকেও চিকন জাহান্নামের উপর নির্মিত পুলসিরাতের উপর আটকানো, **আল্লাহ**র শপথ! অনেক বড় শাস্তি। পুলসিরাত সম্পর্কে একটি হাদীস পর্যবেক্ষন করুন, উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জাহান্নামের উপর একটি পুল রয়েছে, যা চুলের চেয়েও চিকন এবং তরবারির চেয়েও ধারালো, এতে লোহার হুক এবং কাঁটা রয়েছে, যা তাকে আটকে রাখবে, যাকে **আল্লাহ পাক** চাইবেন। লোকের তার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে, অনেকে চোখের পলকে, অনেকে বিদ্যুৎ গতিতে, অনেকে বাতাসের গতিতে, অনেকে ভাল ও উন্নত ঘোড়া এবং উটের ন্যায় (অতিক্রম করবে) এবং ফিরিশতারা বলবে: "رَبِّ سَلِّمْ، رَبِّ سَلِّمْ" অর্থাৎ হে **পরওয়ারদিগার**, নিরাপত্তার সহিত অতিক্রম করাও, হে **পরওয়ারদিগার**, নিরাপত্তার সহিত

www.dawateislami.net

অতিক্রম করাও। অনেক মুসলমান মুক্তি পাবে, অনেকে আহত হবে, অনেকে গতিহীন হবে, অনেকে অধঃমুখে হয়ে জাহান্নামে পরে যাবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯/৪১৫, হাদীস ২৪৮৪৭) আরো বিস্তারিত জানার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার **"পুলসিরাতের ভয়াবহতা"** পুস্তিকাটি অবশ্যই অধ্যয়ন করুন বরং আপনার আত্মীয়ের ইসালে সাওয়াবের জন্য বন্টনও করুন।

ইয়া ইলাহী জব চলো তারিখ রাহে পুলসিরাত আ'ফতাবে হাশেমী নুরুল হুদা কা সাথ হো
ইয়া ইলাহী জব সরে শমশীর পর চলনা পড়ে রাব্বে সাল্লিম কেহনে ওয়ালে গমযাদা[১] কা সাথ হো
ইয়া ইলাহী! না'মায়ে আ'মাল জব খুলনে লাগে
এ্যয়ব পুশে খলক সাত্তারে খতা কা সাথ হো

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد
تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কারো কষ্ট দেখে খুশি হয়ো না

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আপন ভাইয়ের **শুমাতাত** করো না (অর্থাৎ তার বিপদে আনন্দ প্রকাশ করো না), কেননা **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দয়া করবেন এবং তোমাকে এতে লিপ্ত করে দিবেন। (সুনানে তিরমিযী, ৪/২২৭, হাদীস ২৫১৪)

১. গমযাদা অর্থাৎ অপরের কষ্ট দূরকারী।

www.dawateislami.net

কারো বিপদে আনন্দিত হওয়ার উদাহরণ

হে আশিকানে রাসূল! শুমাতাত তথা মুসলমানের কষ্টে আনন্দ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকুন। যদি কোন মুসলমানের বিপদে মনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আনন্দ সৃষ্টি হয় এতে তার দোষ নেই, তবে এই খুশিকে মন থেকে বের করার পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা করবো, যদি খুশি প্রকাশ করে তবে শুমাতাতে লিপ্ত হবে। বর্তমানে **শুমাতাতে**র আধিক্য চারিদিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পরেছে। একজন শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় দূর্বলতা প্রকাশ পেলে, পরীক্ষায় ফেল করলে তবে অনেক সময় অন্য শিক্ষার্থীরা খুশি হয়ে যায়। অনুরূপভাবে বড় কোন নাতখাঁর আওয়াজ বসে গেলে তবে কখনোবা ছোট নাতখাঁরা খুশি হয়ে যায়, এভাবেই কারী সাহেব, মুবাল্লিগ, বক্তা, কারিগর, দোকানদার, কারখানার মালিক ইত্যাদির মনে বর্তমানে প্রায় একে অপরের বিরুদ্ধে **"শুমাতাতে"**র ঘৃণ্য প্রেরণা প্রবেশ করে যায়। যদি পরস্পর অসন্তুষ্ট হয়ে যায় তবে **শুমাতাতে**র আপদ সহজেই উভয়ের মনে প্রবেশ করে। এরপর এরূপ মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যায়, যেমন; যার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় যদি সে বা তার সন্তান অসুস্থ হয়ে যায়, তার ঘরে ডাকাতি হয়ে যায়, চুরি হয়ে যায়, ব্যবসা ডুবে যায়, ঘর ভেঙ্গে যায়, দুর্ঘটনা ঘটে যায়, মামলা দায়ের হয়ে যায়, পুলিশ গ্রেফতার করে নেয়, গাড়ির ক্ষতি হয়ে যায় বা গাড়ির মামলা হয়ে যায়, মোটকথা যেকোন বিপদ এসে যায়, তবে এতে অনেকে খুশি প্রকাশ করে **শুমাতাতে**র আপদে পরে যায় বরং অনেকে যেহেতু প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলে এবং বেআমল হওয়ার

www.dawateislami.net

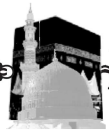

পরও নিজেকে "উচ্চ মর্যাদা"র মনে করে বসে, তারা তো এমনও বলে যে, দেখো! আমাকে কষ্ট দিয়েছে তো তাই তার সাথে "এরূপ" হলো! যেনো সে গোপন বিষয় সম্পর্কে জানে এবং সে নিজের বিরোধীতা কারীর উপর আসা বিপদের কারণ জেনে গেছে, এরূপ মানুষের ভীত হয়ে যাওয়া উচিৎ, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **ইহইয়াউল উলুম ১ম** খন্ডের **১৭১** পৃষ্ঠায় বলেন: **বলা হয় যে, কিছু গুনাহ এমন রয়েছে, যার শাস্তি হলো "মন্দ মৃত্যু" আমরা তা থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এই গুনাহ হলো "বেলায়ত ও কারামতের মিথ্যা দাবী করা।"**

মাদানী! গুনাহ কি আ'দতেঁ, নেহী জাতি, আ'পহি কুছ করেঁ
মে নে কৌশিশ কি বহুত মগর, মেরী হালত আহ! বুড়ি রাহি

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৯৫ পৃষ্ঠা)

তিনটি কাজ করতে না পারলে তবে এভাবে করে নাও

কোন এক জ্ঞানী ব্যক্তির উক্তি হলো যে, যদি তিনটি কাজ করতে না পারো তবে এই তিনটি কাজ করে নাও (১) যদি কল্যাণের কাজ করতে না পারো তবে মন্দ কাজ করা থেকেও বিরত থাকো (২) যদি মানুষকে উপকার করতে না পারো তবে কষ্ট দিও না (৩) যদি নফল রোযা রাখতে না পারো তবে (**গীবত** করে) মানুষের মাংস খেয়ো না। **(তাম্বিহুল গাফেলিন, ৮৯ পৃষ্ঠা)**

বুযুর্গদের দৃষ্টিতে মুসলমানের সম্মান

এক বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "আমরা আসলাফদের (পূর্ববর্তী বুযুর্গদের) দেখেছি যে, তাঁরা মানুষকে অসম্মান করা থেকে বেঁচে থাকাকে

www.dawateislami.net

নামায রোযার চেয়েও বড় ইবাদত মনে করতেন।"

(যম্মুল গীবাতি লি ইবনে আবীদ দুনিয়া, ৯৪ পৃষ্ঠা, নম্বর ৫৫)

পুরো দুনিয়ার সম্পদ এক দিকে আর গীবত এক দিকে

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব মক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দুনিয়া সৃষ্টি থেকে শুরু করে নিশ্চিহ্ন হওয়া পর্যন্ত সকল দুনিয়াবী নেয়ামতও যদি আমার নিকট থাকে এবং আমি তা **আল্লাহ**র পথে লুটিয়ে দিই তবুও এমন মহান সাওয়াবের কাজের বিপরীতে আমি উত্তম মনে করি যে, **গীবত** ছেড়ে দেয়া। অনুরূপভাবে দুনিয়া ও এর সকল নেয়ামতকে **আল্লাহ**র পথে লুটিয়ে দেয়া থেকে উত্তম মনে করি যে, **আল্লাহ পাকে**র হারামকৃত জিনিষের দিকে আমার দৃষ্টি না যাওয়া। এরপর ২৬তম পারা সূরা হুজরাতের ১২নং আয়াতের এই অংশ তিলাওয়াত করেন:

لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: একে অপরের **গীবত** করো না।

এবং ১৮তম পারা সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতের এই অংশটুকু তিলাওয়াত করেন:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মুসলমান পুরুষকে আদেশ দাও, যেনো নিজেদের দৃষ্টিকে কিছুটা নত রাখে।

(তাম্বিহুল গাফেলিন, ৯৮ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল! দেখলেন তো আপনারা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن **গীবত** ইত্যাদিকে কিভাবে ঘৃণা করতেন, তাঁরা জানতেন যে, **আল্লাহ পাকে**র অসন্তুষ্টির চেয়ে বড় কোন ক্ষতি নেই,

www.dawateislami.net

যদি কোন একটি গুনাহের কারণেই আখিরাতে আটক করা হয় তবে **আল্লাহ**র শপথ! কঠোর অপদস্থতার সম্মূখীন হতে হবে এবং যদি জীবনে একবারই **গীবত** করা হয় এবং যার **গীবত** করা হয়েছে সে জেনে যায় আর তার থেকে ক্ষমা করানো পারে এবং এর কারণে কিয়ামতে আটক করা হয়, তবে জানিনা কি অবস্থা হবে! হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হকের ব্যাপারটি খুবই কঠিন।

হারনিয়ার ব্যথা দূর

গীবত করা বা শুনার অভ্যাস ত্যাগ করতে, নামায এবং সুন্নাতের অভ্যাস গড়তে, অধিকহারে **আল্লাহ**র যিকির করার প্রেরণা বৃদ্ধি করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন এবং সফল জীবন অতিবাহিত করা ও আখিরাত সজ্জিত করতে মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী আমল করে প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রতি মাদানী মাসের প্রথম তারিখে আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ুন। اِنْ شَآءَ الله এতে দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কল্যাণ অর্জিত হবে এবং **আল্লাহ পাক** চাইলে তবে রোগ বালাই থেকেও আরোগ্য লাভ করবে। এপ্রসঙ্গে একটি মাদানী বাহার পর্যবেক্ষন করুন। বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের হারনিয়ার অপারেশন হয়েছিলো, কিন্তু ১২ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও ব্যথা বরাবরই রয়ে গেলো, অনেক ডাক্তারকে দেখালো এবং বিভিন্ন

www.dawateislami.net

ধরনের ঔষধও ব্যবহার করলো, কিন্তু কোন উপকার হলো না। একদিন এক ইসলামী ভাই মাদানী কাফেলায় সফর করার দাওয়াত দিলো তখন সে নিজের ব্যথার অযুহাত দেখালো, কিন্তু সেই ইসলামী ভাই তাকে ব্যক্তিগতভাবে অনেক বুঝিয়ে মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য প্রস্তুত করেই নিলো এবং সে আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা উপস্থিত হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করলো, তার হারনিয়ার সেই ব্যথা যা কোন ঔষধেই যাচ্ছিলো না, اَلْحَمْدُ لِلّٰه তা মাদানী কাফেলার সময়ই দূর হয়ে গেলো।

হারনিয়া কা হো দরদ ইস সে হো রঙ যরদ
রহমতেঁ লুটনে বরকতেঁ লুটনে

মত ডরে চল পড়ে কাফেলে মে চলো
আয়ে না চলেঁ কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অসুস্থতার ফযীলত

হে আশিকানে রাসূল! দেখলেন তো আপনারা! হারনিয়ার ব্যথা যা কোন ঔষধেই যাচ্ছিলো না, মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে চলে গেলো। দেখুন আরোগ্য **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকেই অর্জিত হয়, যদি কারো মাদানী কাফেলায় ব্যথা নাও যায় এবং রোগ দূর নাও হয় তবুও মনক্ষুন্ন হওয়া উচিৎ নয়, অসুস্থতার ফযীলতের প্রতি দৃষ্টি রেখে **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। যেমনটি আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"বাহারে শরীয়ত" ১ম** খন্ডের ৮০২ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে ইরশাদ করেন: মুমিন যখন অসুস্থ হয় অতঃপর সুস্থ্য হয়ে যায়, তার অসুস্থতা গুনাহের কাফফারা হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতের জন্য উপদেশ আর মুনাফিক যখন অসুস্থ হয় অতঃপর সুস্থ্য হয়ে যায়, এর উদাহরণ উঠের ন্যায় যে, মালিক তাকে বাঁধলো আবার খুলে দিলো, আর সে জানেও না যে, কেন তাকে বেঁধেছিলো, আর কেন ছেড়ে দিলো! এক ব্যক্তি আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! অসুস্থতা কি, আমি তো কখনো অসুস্থ হইনি? ইরশাদ করলেন: আমাদের নিকট থেকে উঠে যাও, কেননা তুমি আমাদের নও। (সুনানে আবু দাউদ, ৩/২৪৫, হাদীস ৩০৮৯)

মে আপনে খাইরুল ওয়ারা কে সদকে, মে উন কি শানে আতা কে সদকে
ভরা হে এ্যয়বুঁ সে মেরা দামন, হুযুর ফির ভি নিভা রাহে হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

একটি কাঠের টুকরো জান্নাতে যেতে বাধা হয়ে গেলো

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার **"জুলুমের পরিনতি"** পুস্তিকার ১১ পৃষ্ঠায় হযরত আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব "তাম্বিহুল মুগতারীন" এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়: প্রখ্যাত তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ওহাব বিন মুনাব্বিহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: জনৈক ইসরাঈলী ব্যক্তি তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ থেকে তওবা করলো, সত্তর

www.dawateislami.net

বছর যাবৎ অবিরাম ইবাদত বন্দেগীতে এভাবে মগ্ন ছিলো যে, দিনের বেলা রোযা রাখতেন এবং রাতের বেলা জাগ্রত থেকে ইবাদত করতেন, কোন ভাল খাবার খেতেন না এবং কোন ছায়াতলে বিশ্রাম করতেন না। তার মৃত্যুর পর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল: مَافَعَلَ اللّٰهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলেন: **আল্লাহ পাক** আমার হিসাব নিলেন এবং আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন, কিন্তু **একটি গাছের ডাল** যা দ্বারা আমি এর মালিকের অনুমতি ছাড়া **দাঁত খিলাল** করেছিলাম (আর এই বিষয়টি বান্দার হক সম্পর্কীত ছিলো) এবং তা ক্ষমা করিয়ে নেয়া হয়নি, একারণে আমাকে এখনো পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। **(তাম্বিহুল গাফেলিন, ৫১ পৃষ্ঠা)**

গমের দানা ভাঙ্গার পরকালিন ক্ষতি

হে আশিকানে রাসূল! ভাবুন তো! একটি নগন্য খড় কুটাও জান্নাতে প্রবেশে বাধা হয়ে দাঁড়াল! আর নগন্য কাঠের খিলালের বিষয় আর কোথায়। অনেকে তো অপরের লক্ষ টাকা নয় বরং কোটি কোটি টাকা গ্রাস করে নিচ্ছে এবং একেবারেই অস্বীকার করছে। **আল্লাহ পাক** হিদায়ত দান করুন। আমীন! আরো একটি শিক্ষামূলক ঘটনা শুনুন, যাতে শুধুমাত্র একটি গমের দানা বিনা অনুমতিতে খাওয়ার জন্য নয় বরং ভাঙ্গার জন্য পরকালের ক্ষতির আলোচনা বিবৃত হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর স্বপ্নে কেউ দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَافَعَلَ اللّٰهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন?

www.dawateislami.net

বললো: **আল্লাহ পাক** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তবে হিসাব নিকাশ হওয়ার পরই, এমনকি সে দিনটির ব্যাপারেও আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যেদিন আমি রোযা অবস্থায় ছিলাম এবং আমার এক বন্ধুর দোকানে বসেছিলাম, যখন ইফতারের সময় হলো তখন আমি তার দোকানের গমের বস্তা থেকে একটি গমের দানা তুলে নিলাম এবং তা ভেঙ্গে খেতে চাইলাম। হঠাৎ আমার মনে হলো যে, এ দানাতো আমার নয়, তাই আমি দানাটি দ্রুত যথাস্থানে রেখে দিলাম। আর এরও হিসাব নেয়া হয়েছে, এমনকি এই অপরের **গম ভাঙ্গার ক্ষতি হিসেবে আমার নেকীসমূহ আমার থেকে নিয়ে নেয়া হয়েছে।**

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৮/৮১১, ৫০৮৩ নং হাদীসের পাদটিকা)

হাম ডুবনেহি কো থে কেহ আক্বা কি মদদ নে
গরদাব সে কিছা আহে তুফাঁ সে নিকলা
লাখো তেরে সদকে মে কেহেঙ্গে দমে হাশর
যিন্দাঁ[১] সে নিকলা হামে যিন্দাঁ সে নিকলা (যওকে নাত, ৪০-৪১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. যিন্দাঁ: অর্থাৎ কয়েদখানা।

www.dawateislami.net

اللّٰه

আল্লাহ পাকের প্রতিটি নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিৎ, ইবাদতের তৌফিক অর্জনও মহান নেয়ামত। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ প্রত্যেক নামাযের পর স্মরণ থাকা অবস্থায় আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে।

নেয়ামতের কৃতজ্ঞতার নিয়্যতে اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ বলাও "কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন" স্বরূপ।

৯ রবিউল আখির ১৪৪০ হিঃ
১৭-১২-১৮

(মাদানী ফুল লিখার সৌভাগ্য অর্জিত হলে, এই নেয়ামতেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য বলছি: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ)

www.dawateislami.net

www.dawateislami.net

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

সুন্নাতের বাহার

الحمد لله عزوجل তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। ان شاء الله عزوجل এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** ان شاء الله عزوجل নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। ان شاء الله عزوجل

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৬০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net